দেশের বৃহত্তম ডাটা এন্ট্রি প্রকল্প- ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প

কামাল আরসালান

'৯৪-এর ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদে আগামী নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য ভোটারদের আইডি কার্ড দেওয়ার বিধান পাশ হবার পর ভোটারদের বৃত্তান্ত, ছবি, স্বাক্ষর ইত্যাদি সম্বলিত কার্ড প্রদান করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়। এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণের পর নির্বাচন কমিশন দেশের ভোটারদের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে এবং কমপিউটারাইজড ভোটার কার্ড সরবরাহের উদ্যোগগ্রহণ করে। সরকার এর জন্য ৩০০ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করেন। ভোটার তথ্য সংগ্রহ ও গণনার কাজ শেষ হলে দেখা গেল মোট ভোটারের সংখ্যা ৫কোটি ৬০ লক্ষ। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনকে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটারকে কার্ড সরবরাহ করতে হবে।

কমপিউটারাইজড ভোটার কার্ড প্রস্তুতের উদ্যোগে নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। একদিকে ভেন্ডাররা বলছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। অন্য দিকে দেশের অভিজ্ঞ কমপিউটার বিশেষজ্ঞরা বলছেন এত অল্প সময়ে কাজটা করা সম্ভব নয়। চরম সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে কয়েক মাস ব্যয় করার পর কমপিউটার পদ্ধতিতে আইডি কার্ড প্রদানের ও ভোটার ডাটাবেস তৈরীর পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।

জুলাই মাসে নির্বাচন কমিশন নতুনভাবে ভোটার আইডি কার্ড প্রোজেক্টের জন্য তিনটি টেন্ডারের আয়োজন করেন। প্রথম টেন্ডারটা ছিল ভোটার আইডি কার্ড ও ভোটার লিষ্ট মুদ্রণের জন্য। দ্বিতীয় টেন্ডার ডাকা হয়েছে ভোটারদের ফটো উঠানো ও ভোটার কার্ডে লাগিয়ে দেয়ার জন্য এবং তৃতীয় টেন্ডারটা ছিল ভোটার কার্ড মুদ্রণ ও ফটো লাগানোর পর ল্যামিনেট করে দেয়ার জন্য। জুলাই মাসের ৩০ তারিখ ছিল টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ দিন।

টেন্ডারের দরপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেল সর্বনিম্ন দর উল্লেখ করা হয়েছে কার্ড প্রতি ২.০০ টাকা(৫০,০০০ ভোটারের জন্য)। তবে সম্পূর্ণ ৫৬ মিলিয়ন ভোটারের জন্য দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর ছিল কার্ড প্রতি ৪.৯০ টাকা। এরপর নির্বাচন কমিশন টেন্ডার দাতাদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ডাটা এন্ট্রি ও ভোটার আইডি কার্ড মুদ্রণের জন্য একটি নির্দিষ্ট হার (কার্ড প্রতি ৩.১৮ টাকা) অনুমোদন করেন। যে সব টেন্ডারদাতা এ হারে কাজ করার সম্মতি জানান তাদের মধ্যে মূলতঃ গোটা কাজটাকে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। মোট ৬৪টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ভোটার আইডি কার্ড প্রিন্টিংয়ের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ফটো তোলা, ল্যামিনেশন, কার্ড বিতরণ ইত্যাদি কাজে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন আশা করছেন ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটার আইডি কার্ড ছাপার কাজ শেষ হবে। ভোটারদের ফটো তোলার জন্য ইতোমধ্যেই দেশব্যাপী কাজ শুরু করেছেন ইসি'র নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা। ভোটার রেজিস্ট্রেশন ফর্মে ভোটারগণ যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন ভোটার আইডি কার্ডে ঐ তথ্যগুলোই ছাপা হয়ে যাবে। দেশ ব্যাপী আইডি কার্ড বিতরণের জন্য দশ সপ্তাহের প্রয়োজন পড়বে। প্রতি কার্ডের ফটো, ল্যামিনেশন ও বিতরণের জন্য খরচ পড়বে ১৫.৪১টাকা। তাই প্রতি ভোটার কার্ডের খরচ পড়ছে মোট ১৮.৫৯ টাকা (ভোটার আইডি কার্ড প্রিন্টিং, ফটো তোলা ও লাগানো, ল্যামিনেশন ও সরবরাহের খরচ)।

যুগের প্রয়োজনেই নির্বাচন কমিশন প্রথমে কমপিউটার ডাটাবেসভিত্তিক ভোটার আইডি কার্ড দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে, নতুনভাবে ভোটার আইডি কার্ড পরিকল্পনা করলেও বর্তমানেও কিন্তু সেই কমপিউটারভিত্তিক ব্যবস্থাপনাতেই ফিরে আসতে হয়েছে। সনাতন পদ্ধতির লেটার প্রেসে এ কাজটা করার উদ্যোগ নিলে নির্ধারিত সময়ে কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। প্রমাণিত হল আমাদের মতো অনুন্নত দেশেও কমপিউটারের বিকল্প নেই। ৫ কোটি ৬০ লাখ ভোটারের যাবতীয় তথ্য কমপিউটারের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি করে কমপিউটার প্রিন্টারের মাধ্যমেই আইডি কার্ড ছাপা হচ্ছে।

ভোটার লিষ্ট মুদ্রণেও কমপিউটার পদ্ধতি বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার তালিকা মুদ্রণের ব্যয় লেটারপ্রেস পদ্ধতির চেয়ে কম পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের বর্তমান ভোটার আইডি কার্ড তৈরীর প্রক্রিয়ায় দুটি ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। কমপিউটার পদ্ধতির সর্বনিম্ন যে দর (কার্ড প্রতি ৪.৯০ টাকা) দেয়া হয়েছিল ঐ প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে আইডি কার্ড জাল করা সহজসাধ্য ছিল না। বর্তমানে যে আইডি কার্ড দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে তা জাল করা মোটেই ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য নয়। কোন অশুভ পক্ষ সচেষ্ট হলে ভোটের কারচুপি নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়বে।

বর্তমান ভোটার আইডি কার্ড কমপিউটারে ডাটা এন্ট্রি করে ছাপানোর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ভোটারদের যাবতীয় তথ্য নিজেদের হার্ডডিস্ক বা সার্ভারে রেখে দিবে। ঐ সংরক্ষিত তথ্যের ভান্ডার ইলেকশন কমিশনের এখতিয়ারে থাকলো না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেও নির্বাচন কমিশনকে নতুন চুক্তি করতে হবে ঐ তথ্যগুলোর পুনরায় ব্যবহার ও আপডেট করার জন্য। যে ৬৪টি প্রতিষ্ঠানকে আইডি কার্ড মুদ্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের সকলের পক্ষে হয়তো ঐ তথ্যাবলী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করাও সম্ভব হবে না। তাই নির্বাচনের পর পরই ইসির দায়িত্ব হবে সংগৃহীত সামগ্রীক তথ্য নিজস্ব ডাটাবেসে অথবা বিশেষ কয়েকটা দায়িত্বশীল কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের সার্ভারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এর ফলে পরবর্তী নির্বাচনের সময় শুধু আপডেটিং ও বয়সভিত্তিক নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করেই ভোটার আইডি কার্ড দেওয়া যাবে। ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটারের ডাটা এন্ট্রির খরচ ও সময় দুইই বেচে যাবে।

৫ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটারের আইডি কার্ড সরবরাহের দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ইনফরমেশন সিস্টেমস গ্রুপ। এরা ২ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটারের আইডি কার্ড সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে। এছাড়া অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিসকম লিঃ ও সপ্তসিন্ধু লিঃ। এরা উভয়ই প্রায় ৩৫ লক্ষের কাছাকাছি ভোটার আইডি কার্ডের কাজ করছে।

এছাড়া প্রশিকা কমপিউটার সিষ্টেমস ১০ লক্ষ এবং ইনফিনিটি কমপিউটার ১৩ লক্ষ ভোটার আইডি কার্ডের দায়িত্ব নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে কাজ শেষ করে এখন ইসি থেকে নতুন দায়িত্বের অপেক্ষায় আছে।

নির্বাচন কমিশনের এক সূত্র জানিয়েছে আগামী ১৫ই নভেম্বর থেকে দেশবাসীকে ভোটার আইডি প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত রাখার জন্য রেডিও, টিভি ও সংবাদ পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থা উদ্যোগ নেওয়া হাবে। তবে হরতালের কারণে তা ১ সপ্তাহ বিলম্বিত হতে পারে। ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্পের জন্য নির্বাচন কমিশনের ব্যয় হচ্ছে ১২০ কোটি টাকা।

দেশের ৭টি খ্যাতনামা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত একটা কনসোর্টিয়াম ইনফরমেশন সিস্টেমস গ্রুপ, সংক্ষেপে ইনফোসিস ভোটার আইডি প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক, ২ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটারের ডাটা এন্ট্রি ও ভোটার কার্ড মুদ্রণ, ভোটারদের ছবি তোলা ও ল্যামিনেটিংয়ের কাজ সম্পন্ন করে ইলেকশন কমিশনকে সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মতিঝিলের দুটো বাণিজ্যিক ভবনে দুটো সম্পূর্ণ ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয়েছে। একটা ফ্লোরে ইসি থেকে প্রাপ্ত ভোটারদের তথ্য রিসিভ ও সর্টিং করা, কমপিউটার টার্মিনালের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি করে সার্ভারে পাঠানো, সার্ভার থেকে তথ্য কারেকশন টার্মিনালে ভুল সংশোধন করে প্রিন্টারে পাঠিয়ে ভোটার আইডি কার্ড প্রিন্ট করে কাটিং বিভাগে পাঠিয়ে সাইজ মত কাটার পর প্যাকেট করে দ্বিতীয় ফ্লোরে পাঠানো হয়।

২ কোটি ৬০ লাখ ভোটারের আইডি কার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল ডাটা এন্ট্রি কাজের জন্য ইনফোসিস গ্রুপকে ব্যাপক আয়োজন করতে হয়েছে। তথ্য সংরক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণের জন্য ১০টা শক্তিশালী সার্ভার বসানো হয়েছে। প্রতিটি সার্ভারে তথ্য প্রেরণের জন্য ২৭টা টার্মিনাল, প্রুফের জন্য ২টা ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার এবং আইডি কার্ড প্রিন্টের জন্য ২টা লেজার প্রিন্টার সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ একই ফ্লোরে ৩২০টা কমপিউটার, পেরিফেরালের এই বিশাল সিস্টেম। বর্তমানে দেশের বৃহত্তম কমপিউটার সেন্টারের রূপ নিয়েছে। প্রায় ৩০০ কর্মী; প্রতি শিফটে ডাটা এন্ট্রির সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ৯০০ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটার কাজ করছে। এদের সঙ্গে ৩ শিফটে প্রায় ৫০০ কর্মী প্রুফ রিডিংয়ের কাজ করছে। এদের কাজ তদারকির জন্য আরও ১৫০ জন সুপারভাইজার/ম্যানেজার কর্মরত আছেন। ইসি থেকে তথ্য গ্রহণ এবং সমন্বয়ের জন্য আছে এম আই এস বিভাগ। কার্ড প্রিন্ট হওয়ার পর কাটিং ও প্যাকেট করার কাজ করছে বাধাই বিভাগ। এসব বিভাগে প্রায় ৫০০ কর্মী নিয়োজিত।

আবু আহমেদ, পিডি, ইনফরমেশন সিস্টেমস্ গ্রুপ

দ্বিতীয় ফ্লোরে কাজ করছে প্রায় ৪০০ কর্মী। প্রথম ফ্লোরে ভোটার আইডি কার্ড তৈরীর কাজ সম্পন্ন

করার পরে তা এখান থেকেই নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ জেলা বা থানায় পাঠানা হচ্ছে। এদের আরেকটা মুখ্য কাজ হলো ভোটারদের ফটো তোলার কাজে নিয়োজিত ফিল্ড কর্মীদের প্রয়োজনীয় ক্যামেরা, ফিল্ম ইত্যাদি সরবরাহ করা। ফিল্ড কর্মীরা এক এক এলাকায় ফটো তোলার পর থানা বা জেলা হেড কোয়ার্টারের নিজস্ব ফিল্ড অফিসে প্রিন্ট করে সেখান থেকেই ল্যামিনেট করে ভোটার আইডি কার্ড স্থানীয় ডিসি বা থানার ভারপ্রাপ্ত ইসি অফিসারের কাছে সরবরাহ করছে।

ডাটা এন্ট্রি ও প্রুফ রিডিংসহ সকল বিভাগেই কাজ করছে তরুণ তরুণীরা। এদের অনেকেরই এ ধরণের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এই নবীনদের নিয়ে এতবড় একটা দায়িত্ব পালনের ঝুঁকি নেওয়ার সাহসের জন্য ইনফোসিস গ্রুপ সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। এত বড় কমপিউটার ইনস্টলেশন চালাবার অভিজ্ঞতা এদেশের কারোর নেই। তাই ভুলত্রুটি হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। তাবে এর মধ্য দিয়েই গ্রুপের পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

যে ৭টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে "ইনফোসিস" গঠিত হয়েছে তাদের নাম হল (১) প্রাইম্যাক্স কমপিউটার (বাংলাদেশ) লিঃ (২) টাকাও এন্টারপ্রাইজ লিঃ, (৩) এইচ ডি এন লিঃ, (৪) জেনেসিস কমপিউটার্স, (৫) ডেভেলপমেন্ট প্লানিং এন্ড কনসালটেন্টস (৬) এ আর ডি প্ল্যানার্স এবং (৭) ডি এস আই।

ডাটা এন্ট্রি ও প্রিন্টিং প্রোজেক্টের ডিরেক্টর জনাব আবু আহমেদ জানালেন এত অল্প সময়ে এত বড় ডাটা এন্ট্রির কাজকে তারা একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। এত বড় কর্মকান্ডে তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্যাগুলোকে তারা সহজভাবেই গ্রহণ করছেন। এতবড় ডাটা এন্ট্রির কাজ এত অল্প সময়ে করার উদ্যোগ কোথায়ও নেওয়া হয়নি বলে তিনি দাবী করেন। প্রতিদিন ৪ লক্ষ আইডি কার্ডের ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অপারেটররা খুব অল্প সময়ের ট্রেনিংয়ের পরই কাজে নিয়োজিত হওয়ায় কাজ আশানুরূপ হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যেন অপারেটররা দ্রুত প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে দৈনিক ৬ লক্ষ ভোটারের তথ্য এন্ট্রি করা সম্ভব হয়। হরতালের কারণে তাদের কাজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেন গ্রুপের আরেকজন ডিরেক্টর।

ইসি কর্তৃপক্ষ সরবরাহকৃত ভোটার আইডি কার্ডের কাগজ উপযুক্ত মানের না হওয়াতে তাদের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ঐ ডিরেক্টর জানান যে এটা তাদের জন্য বিশেষ কোন সমস্যা নয়। প্রিন্টারগুলোতে কোন ত্রুটি দেখা দিলে তা ডিউটিরত সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়াররা সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় মেরামত করে দিচ্ছেন। তাই তাদের প্রজেক্টের ভোটার আইডি কার্ড প্রিন্টিংয়ের কাজ যথাযথভাবেই এগিয়ে চলেছে। ডাটা এন্ট্রির জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং ডাটাবেসে ওরাক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে।

দেশের প্রথম ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানী প্রতিষ্ঠান, নর্থ অ্যামেরিকান কমপিউটিং ডায়নামিক্স (এনএসিডি) ইলেকশন কমিশনের ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের ভোটার আইডি কার্ড প্রোজেক্টের ডিরেক্টর জনাব মাহমুদুল হক মিঠু কমপিউটার জগতের প্রতিনিধিকে জানান যে, ইসি কর্তৃপক্ষের কাছে বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর চুক্তি স্বাক্ষর করার পর ৭ই অক্টোবরের মধ্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় অপারেটর, কমপিউটারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড প্রজেক্টের জন্য ১০০ জন অপারেটরসহ অন্যান্য কর্মী যেমন- প্রুফ-রিডার, সমন্বয়কারী অফিসারসহ মোট ১৫০ জন কর্মরত রয়েছেন। দৈনিক ২০ ঘন্টা করে কাজ চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাওয়া ১৭ লক্ষ ভোটারের আইডি কার্ড তৈরীর কাজ তারা ২০শে নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করবেন।

এই প্রজেক্টের কাজ করতে গিয়ে তারা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা জানতে চাওয়া হলে জনাব মাহমুদুল হক বলেন যে, ইসি থেকে প্রাপ্ত ভোটারদের বিবরণীর মধ্যে প্রচুর ভুল থাকায় কাজের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত সময়ে তথ্য পাওয়া যায় না। প্রুফ সংশোধনের জন্য প্রেরণ করলে তা ফেরত পেতে অনেক বিলম্ব হয়। এর ফলে কাজের অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়।

মাহমুদুল হক, পিডি, এনএসিডি

ইসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোটার আইডি কার্ডের কাগজের ব্যাপারে তিনি অভিযোগ করেন যে, ইসি পূর্বের চুক্তিমত প্রয়োজনীয় উন্নতমানের কাগজের পরিবর্তে আইডি কার্ড ছাপিয়েছেন অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কাগজে। এর ফলে কমপিউটার প্রিন্টার কয়েকশ কপি ছাপার পরই অকেজো হয়ে যায়। বার বার ঠিক করে তবে চালু রাখতে হয়। এর ফলেও কাজ পিছিয়ে পড়ে।

মাহমুদুল হক অবশ্য স্বীকার করেন যে ইসি ও ডিসি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে চলেছে। এ ব্যাপারে তাদের কোন অভিযোগ নেই। ভোটারদের তথ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনি বলেন যেহেতু সম্পূর্ণ ভোটার আইডি কার্ডের মুদ্রণ কমপিউটারের মাধ্যমে করা হয়েছে তাই ইসি কর্তৃপক্ষের উচিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসা যেন তারা কমপিউটারে এন্ট্রিকৃত সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে আপডেটিংয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে যেমন একটু জাতীয় ডাটা বেস করা সম্ভব হবে তেমনি আগামী নির্বাচনে খুব অল্প সময়ে শুধু আপডেটিং করেই অনেক অল্প খরচে ভোটার আইডি কার্ড সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

রপ্তানীমুখী ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠান বলে দাবীকৃত হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় কাজে কেন অংশগ্রহণ করলেন জানতে চাওয়া হলে মাহমুদুল হক বলেন যে, তাদের প্রতিষ্ঠানে অপারেটরদের ট্রেনিং এবং হার্ডওয়্যার বসানোর প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আন্তর্জাতিক বড় ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরুর সময়ে দেশে ভোটার আইডি কার্ডের বিরাট কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে নিজেদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্যই তারা মূলতঃ এই প্রকল্পে জড়িত হয়েছিলেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ইসি থেকে প্রাপ্ত কাজটা শেষ হয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদী।

নির্বাচন কমিশনের আহুত টেন্ডারে যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কনসোর্টিয়াম কার্ড প্রতি টাকা ৪.৯০ উদ্ধৃত করেছিল তাদের সাথে যুক্ত ছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ কমপিউটার প্রতিষ্ঠান ক্লোরা লিঃ। কিন্তু পরবর্তীতে যখন নির্বাচন কমিশন কার্ড প্রতি টাকা ৩.১৮ হার ধার্য করেন তখন ক্লোরা লিঃ ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প থেকে সরে যায়। অথচ এই প্রতিষ্ঠান ১ কোটি ভোটারের আইডি কার্ড করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প থেকে হঠাৎ করে সরে আসার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক জনাব এম. নুরুল ইসলাম জানান যে, তাঁর প্রতিষ্ঠান ক্লোরা লিঃ আরও কয়েকটা প্রতিষ্ঠান-আইবিসিএস প্রাইম্যাক্স, কমপিউটার সপ ইত্যাদির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যে টেন্ডার দিয়েছিল তা যদি নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করতেন তবে তাঁরা যে উন্নতমানের ভোটার আইডি কার্ড সরবরাহ করতেন তা সহজে জাল করা সম্ভব হত না। দেশের ভোটার আইডি কার্ডের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ সহজে যেন জাল না করা যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরই সজাগ থাকা উচিত। কিন্তু নির্বাচন কমিশন যখন ৩.১৮ টাকা হার নির্ধারিত করে দিল, তখন তাঁরা ঐ হারে নিজেদের প্রস্তাবিত বিশেষ কার্ড সরবরাহে ব্যর্থ হয়ে মূল প্রকল্প থেকে সরে থাকাই সমীচিন মনে করেন।

কমপিউটার জগৎ-এর জুন সংখ্যায় বলা হয়েছিল যে, ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ আইডি শিল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে। ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে, বাস্তবে তাই- হয়েছে। ২ কোটি ৬০ লাখ ভোটারের আইডি কার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনফরমেশন সিস্টেমস্ গ্রুপে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ২,৫০০ কর্মীর। এ থেকে ধরে নেয়া যায় বাকি ৩ কোটি ভোটার কার্ডের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিন হাজার লোক নিয়োজিত রয়েছে।

এর মধ্যে অন্তত তিন হাজার কর্মী ডাটা এন্ট্রির সঙ্গে জড়িত। আন্তর্জাতিক ডাটা এন্ট্রি রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই নবীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাটা এন্ট্রি অপারেটররা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। ৫৬ মিলিয়ন ভোটারের ডাটা এন্ট্রির অভিজ্ঞতা বিশ্ববাজারে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ডাটা এন্ট্রির কাজ পাওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে।

যে সব দেশীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ইনফোসিস-এর মত প্রতিষ্ঠান, যারা প্রচুর অর্থ লগ্নি করেছেন হার্ডওয়্যার কেনার ব্যাপারে তাদেরকে এবার অবশ্যই আরও গুরুত্ব সহকারে আন্তর্জাতিক ডাটা এন্ট্রির কাজ পাবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দেশের প্রথম রপ্তানীমুখী ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠান এনএসিডি আগামী বছরের শুরু থেকে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

এনএসিডি কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত আশাবাদী যে, ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্পে অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত তরুণ ডাটা এন্ট্রি অপারেটারদের মধ্যে থেকেই তাঁরা তাদের দ্রুত বিকাশমান প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অপারেটার সংগ্রহ করতে পারবেন। টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ যদি তাঁদের প্রতিশ্রুত ভিস্যাট সার্ভিস ডিসেম্বরের মধ্যে চালু করেন তবে আশা করা যায় '৯৬-তে বিশ্ব ডাটা এন্ট্রি মার্কেটে অবশ্যই বাংলাদেশের দৃঢ় পদচারণা শুরু হবে।